দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-২৩

খন্দকার জাহিদ হাসান

‘স্ব’-ংস্কৃতি

[কোজাগর হোসেন ওরফে বিশু এককালে বাংলাদেশের এক তুখোড় বামপন্থী ছাত্রনেতা ছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশু মানসিকভাবে ভেংগে পড়লেন। এরপর দীর্ঘদিন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নিঃসংগ ও দুর্বিষহ এক জীবন কাটালেন। তবে এই সময়টাকে তিনি একেবারে বৃথা যেতে দিলেন না– প্রচূর পড়াশোনা, লেখালেখি ও কাব্যচর্চা করলেন। যদিও বিশুর সংগে বাংলাদেশের অধিকাংশ সাহিত্যামোদী ব্যক্তির-ই আলাপ কিংবা মেলামেশা ছিলো না, তবে তাঁর অপূর্ব কবিতার সাথে কমবেশী সকলের-ই পরিচয় ছিলো।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কোজাগর হোসেন বিশু বাংলাদেশ থেকে স্থায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়াতে চলে এলেন এবং সিডনীতে দীর্ঘদিন ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে একসময় তিনি স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা শুরু করলেন। প্রথমে তিনি এক বাংলাদেশী মেলাতে গেলেন। এরপর এক মনোরম সন্ধ্যায় বিশু এক কম্যুনিটি সেন্টার হলে অনুষ্ঠিত একটি আড়ম্বরপূর্ণ ভোজসভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত হলেন। সামান্য জন্মদিনের সেই অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশ’ মানুষ নিমন্ত্রিত হোয়েছিল। অতিথিবৃন্দের এই সংখ্যাধিক্য বিশুকে সত্যিই বিস্মিত করেছিলো।

বিশু একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আর অভ্যাগত ব্যক্তিদের আলাপচারিতা শুনে চলেছিলেন। এমনিতেই তিনি চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ। তার উপর কাউকেই তেমন চিনতেন না। তাই সে সব আলাপনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন তিনি। তবে কল্পনায় বিশু উপস্থিত মানুষজনের সংগে কথা বলে চললেন।

নীচের কথকবৃন্দকে নীল ও গোলাপী রং-এ রঞ্জিত করা হোয়েছে। এখানে নীল ও গোলাপী বর্ণের মাধ্যমে যথাক্রমে ছেলেদের ও মেয়েদের বোঝানো হোয়েছে।]

কঃ কি ব্যাপার ভাই, এত দেরী হলো যে?

খঃ কি আর করবো বলুন? গাড়ী পার্কিং-এর জায়গা খুঁজতে খুঁজতেই জান বেরিয়ে যাবার জোগাড় হোয়েছিলো! সদ্য গাড়ীটা কিনেছি তো, এক লা- -খ ডলার দাম!! যেমন-তেমন জায়গায় তো আর এই গাড়ী রাখা চলে না!

বিশুঃ (মনে মনে ‘খ’-এর উদ্দেশ্যে) যেমন-তেমন জায়গায় যখন রাখাই যায় না, তখন এমন গাড়ী কেনার দরকার কি ছিলো আপনার ভাইজান?

[চক্কর দিতে দিতে বিশু মহিলা মহলের কাছাকাছি গিয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে ‘গ’ ও ‘ঘ’ কথা বলছিলেন।]

গঃ (‘ঘ’-এর উদ্দেশ্যে) এই যে ভাবী, আমার ই-মেইল পান্‌নি?

ঘঃ পেয়েছি তো!

গঃ তাহলে উত্তর দিলেন না যে? আমার এত দামী ক্যামেরায় এত কষ্ট ক’রে তোলা পিক্‌নিকের ছবিগুলো আপনাকে পাঠালাম!

ঘঃ ছবিগুলো তো পেয়েছিই ভাবী। না পেলেই জানাতাম, পেলে আবার কি প্রয়োজন আপনাকে উত্তর দিয়ে বিরক্ত করার?

বিশুঃ (মনে মনে 'ঘ'-এর উদ্দেশ্যে) সে তো বুঝলাম ম্যাডাম! তাই বলে উত্তর দেবার সৌজন্য দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দেবেন নাকি?

['গ'-ও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন।]

গঃ বিরক্ত হবো কেন ভাবী? কাউকে সামান্য ধন্যবাদ জানানো মানে বিরক্ত করা হবে কেন? আমার এত দামী ক্যামেরায়.....

ঘঃ আসলে হোয়েছে কি, ছেলেটাকে সিলেক্টিভ্ স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যাপারে একটু ব্যস্ত ছিলাম তো, তাই। জানেন-ই তো এই সিলেক্টিভ্ স্কুলটা সারা নিউ সাউথ ওয়েল্সের মধ্যে এক নম্বর! ওদের নিয়ম-কানুন.....

[ততোক্ষণে 'গ' আরেক ভদ্রমহিলার সাথে 'আধুনিক রান্না রীতি' বিষয়ক গল্প জুড়ে দিয়েছেন। সেদিকে আর কান না দিয়ে ঘুরতে থাকলেন বিশু।]

ঙঃ ('চ'-এর উদ্দেশ্যে) বুঝলেন ভাই, গত অনুষ্ঠানে আমার একক সংগীত পরিবেশনের পর চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে! বিভিন্ন জায়গা থেকে ই-মেইলে প্রায় সাড়ে সাত হাজার অভিনন্দন-বার্তা পেয়েছি। সকলের এক-ই কথাঃ এইবার বাংলাদেশীদের সাংস্কৃতিক দূরাবস্থার অবসান হতে চলেছে। কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেছে, আমি নাকি ভারতীয় উপ-মহাদেশের দ্বিতীয় মুকেশ। বুঝুন ঠেলা এবার!!

চঃ তবে ভাইসাহেব, এই ফাঁকে একটা কথা বলে নিই। দুঃখের ব্যাপার হলো, অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কেউই কিন্তু আপনার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়নি, কিংবা আপনাকে আমার কথা বলেওনি। আসলে আমিই কিন্তু আপনার এই গত অনুষ্ঠানের সমস্ত মিউজিক ট্র্যাক্ সাপ্লাই দিয়েছি। আমি এই মিউজিক ট্র্যাক্ জোগাড় না করলে নিশ্চিতভাবে আপনার অনুষ্ঠান ফ্লপ্ করতো।

['চ'-এর কথায় কান না দিয়ে 'দ্বিতীয় মুকেশ' ততোক্ষণে কয়েকজন কোমলমতি কিশোর-কিশোরীকে অটোগ্রাফ দেবার কাজে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছিলেন। ওদিকে 'ঙ' ও 'চ'-কে আড়াল ক'রে 'ছ' ও 'জ'-এর মধ্যে নিম্নোক্ত আলাপ চলছিলো।]

ছঃ হুন্‌ছেন ভাই ঐ হালায় 'দ্বিতীয় মুকেশ' ব্যাডার কতা হুনেন? খায়া খায়া যে গতরখান বানাইছে, আমি তো শিওর, হেই ব্যাডার বেলাড্ প্রেশার রইছে। হে আবার কি গান গাইবো! যে-কুনো সুমায় হার্টফেল মাইরা পটল তুল্‌বার পারে। তহন কই যাইবো হের মুকেশ-গিরি!

জঃ ঠিক বলেছেন ভাই। আরে গান-বাজনা, শিল্প-সাহিত্য— এগুলান কারা করে? যাদের কোনো কাম-কাজ নাই, তারাই। আর খালি বড়ো বড়ো বক্তিমা, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি!! এরা ভুলে যায় যে, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাটাই হলো বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ছঃ এক্কেরে খাঁডী কতা কইছেন ভাইজান! এই যে আমারে চায়া দেহেন, কিভাবে ডায়েট কন্ট্রোল কইরা এই চৌচল্লিশ বছর বয়সেও চেহারাডারে বিশ বছরের লাহান স্লিম্ রাখছি....

জঃ ('ছ'-এর কথার সূত্র ধরে) 'চেহারা' না ভাই, কথাটা হবে 'শরীরটারে স্লিম্ রাখছি'। এই আমার কথাই ধরেন,...

ছঃ আপনার কথা এট্টু পরে কন্, আমারডা আগে শ্যাষ করবার দ্যান। গেল মাসে যহন বাংলাদ্যাশে গ্যালাম, এক সুতেরো বছরের সুন্দরী কইন্যার গার্জেনরা তো উইঠা-পইড়া লাগলো আমার লগে হেই ছেম্‌রির বিয়া দেওনের লাইগ্যা। আমি কইলাম, আমার বৌ-বাইচ্চা রইসে, তয় হেরা আমার কতা বিশ্বাস-ই যায় না! কি মুসিবত, কন্ দেহি!?

[মুখের কথা শেষ হতেই ভ্যাক্ ভ্যাক্ শব্দে প্রাণ খুলে অনর্থক বিস্তর হাসলেন 'ছ'।]

বিশুঃ (মনে মনে 'ছ'-এর উদ্দেশ্যে) আফনেও ভাই কম যান না। অইন্যের কতা শুনবার চান না, খালি নিজেরডা কইয়া যান!

[আবার চক্কর মারতে থাকলেন বিশু। এবার আরো দু'জন মহিলার কণ্ঠ শুনতে পেলেন তিনি।]

ঝঃ ('ঞ'-কে উদ্দেশ্য ক'রে) পি,এইচ,ডি, তো আজকাল সব্বাই করছে। কিন্তু পি,এইচ,ডি, করাটাই তো বড়ো কথা নয়, কোন্ সাব্জেক্টে করছে, সেটাও দেখতে হবে।

ঞঃ ঠিক-ই তো! এই আমার স্বামীর কথাই বলি। ও পি,এইচ,ডি, করেছে একটা অত্যন্ত স্পেশাল সাব্জেক্টে। এত বেশী স্পেশাল যে, কি আর বলবো! সবার পক্ষে সম্ভবপর নয়। শুধু তাই নয়, ঢাকাতে থাকার সময় যখন ও প্যান-এশীয় টেক্নোলজি ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলো, তখন ওর এক্সট্রা-অর্ডিনারী রেজাল্টের জন্য প্রত্যেক টিচার ওকে ভীষণ ভালোবাসতো!

ঝঃ (ঝট্ ক'রে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর পেছনে অবস্থিত আরেক ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে) এই জন্যই তো 'ঞ' আপার সংগে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। খালি বড়ো বড়ো গল্প! উনার স্বামী যে প্যান-এশীয় ভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছেন, তা মহিলা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারেন না.....

[সেখান থেকেও ভাগলেন বিশু। তাঁর শরীর এক ধরণের অরুচিতে গুলিয়ে উঠছিলো। চারিদিকে শুধু 'আমি-আমি' রব। কি সর্বনাশের কথা! বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেও তো কোনো লাভ হলো না! ভাবছিলেন বিশু। এবার পুনরায় পুরুষকণ্ঠ কানে এলো। গম্‌গমে ভরাট কণ্ঠঃস্বর। ভদ্রলোকের নাম ছিলো 'ট'।]

টঃ (তাঁর চারপাশে দন্ডায়মান 'ঠ', 'ড' ও 'ঢ'-এর উদ্দেশ্যে) মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস কতোদিনের, তা আপনারা কেউ বলতে পারবেন?

ঠঃ উঁহু, পারবো না।

ডঃ না ভাই, পারলাম না বলতে।

টঃ অসুবিধা নেই, আমি বলছি। আসলে মানবজাতির প্রকৃত সভ্যতা এখনও শুরুই হয়নি, তার আবার ইতিহাস কি? যেদিন থেকে আমরা একে অপরকে আপন সহোদর ও সহোদরা বলে ভাবতে শিখবো, ঠিক সেদিনটিই হবে আমাদের সত্যিকারের সভ্যতার ঊষালগ্ন।

বিশুঃ (নিজের মনে) বাহ্ , কি চমৎকার কথা! দু'কান জুড়িয়ে গেল! এতক্ষণে বোধ হয় ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি।

ঢঃ ('ট'-এর উদ্দেশ্যে) ভাই, আপনি খুব সুন্দর ক'রে কথা বলতে পারেন। আমরা তো কখনো এভাবে ভেবেই দেখিনি!

ডঃ ('ট'-এর উদ্দেশ্যে) আপনার অনেক জ্ঞান! আপনি আরো কিছু বলেন, আমরা শুনি।

টঃ না-না, জ্ঞান-গরিমা আমার খুব বেশী না। তবে হ্যাঁ, লোকে আমার কথা শুনতে খুব পছন্দ করে।.... আসল কথা কি জানেন? (দ্রুত প্রসংগ পালটিয়ে) কোনো জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সেই জাতির সুদূর ও অদূর অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রে।

ঠঃ ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।

টঃ আমি ব্যাপারটা আপনাদেরকে খোলাসা ক'রে বলছি। যেমন ধরুন, আমাদের বাংগালী জাতি অতীতে ভয়াবহ সব দূর্ভিক্ষ ও অনাহারের ভেতর দিয়ে কালাতিপাত করেছে। তাই খাদ্যদ্রব্য আমাদের মাঝে পরম আদরণীয় সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হোয়ে এসেছে। আর এই খাদ্যবস্তু দিয়ে কাউকে আপ্যায়ন করাটা আমাদের সমাজে হোয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রেষ্ঠতম অতিথি-সৎকার। ফলস্বরূপ 'দাওয়াত' বা 'নিমন্ত্রণ' বাংগালী সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হোয়েছে।

ঢঃ (সন্দিহান কণ্ঠে) আসলেই কি তাই?

টঃ (দৃঢ় কণ্ঠে) হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসলেই তাই! আমি যা বলি, তা অনেক চিন্তা-ভাবনা ক'রেই বলি। আমার মত ক'রে যদি সবাই ভাবতো, তবে আজ আমাদের এই দৈন্যদশা হতো না। মজার ব্যাপার হলোঃ আজ আমরা যারা ভালোভাবে খেতে-পরতে পাই, তাদের মধ্যেও কিন্তু এই দাওয়াত প্রথা জেঁকে বসেছে, যা আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। (সামান্য দম নিয়ে) তারপর ধরুন, সামন্তবাদ আর ভূ-স্বামীদের যাঁতাকলে পড়ে নির্যাতিত বাংগালী তার বাসভূমি থেকে বার বার হোয়েছে উচ্ছেদ। অনাহার, আশ্রয়হীনতা আর খোলা আকাশের নীচে রাত্রি যাপনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আমাদেরকে ক'রে তুলেছে হা-ভাতে আর হা-ঘরে স্বভাবের। তাই নেমন্তন্নের পরপর-ই 'বসতবাড়ী নিয়ে বাড়াবাড়ি' হোয়ে পড়লো বাংগালীর দৈনন্দিন কাল্‌চারের একটা অংশ....

[বিশু তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে তাঁর দু'কান বন্ধ করলেন। বলে কি লোকটা!? নিঃসন্দেহে 'ট' একজন জ্ঞানী মানুষ। তবে মোটেও শ্রদ্ধেয় নন। কারণ এখন উনি আমাদের বস্ত্র উন্মোচন করতে আরম্ভ করেছেন। রুচিহীন ও চরমপন্থী গোছের একজন ভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী কখনও শ্রদ্ধেয় হতে পারেন না। বিশু দ্রুত সেখান থেকে সট্‌কে পড়লেন। তাঁর বমি আসছিলো। 'ট' তখনও বলে চলেছিলেন, ''আমি যা বলি, তা....'', ইত্যাদি। বিশু আবার ভাবতে শুরু করলেন। চারিদিকে এই যে শুধু 'আমি-আমি' চলছে, এ আমাদের কোন্ ধরণের সংস্কৃতি? আসলে একে বোধ হয় 'সংস্কৃতি' না বলে 'স্ব-ংস্কৃতি' আখ্যা দেওয়াই সাজে। অথবা 'আমি-ংস্কৃতি'? কিংবা 'ক্ষয়-ংস্কৃতি'? কারণ এই প্রবৃত্তি নিঃসন্দেহে আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির যথাযথ একটি নিদর্শন।

হলরুমের কিছুটা নিরিবিলি এক কোণে অবস্থিত বিশালাকৃতির একটি পিয়ানো বিশুর চোখে পড়লো। ধীর পায়ে তিনি সেই বনেদী বাদ্যযন্ত্রটির সামনে রক্ষিত আসনে গিয়ে বসলেন, তারপর নীচু গ্রামে টুংটাং শব্দে পিয়ানো বাজিয়ে চললেন। কতোক্ষণ এভাবে একমনে বিশু বাজনা বাজিয়েছেন, তা তাঁর স্মরণে ছিলো না। হঠাৎ ছোট্টো একটা মিষ্টি কণ্ঠঃস্বরে তাঁর সুর-সাধনা বাধাগ্রস্থ হলো। পেছন ফিরে বিশু দেখলেন যে, ছয়-সাত বছরের ফ্রকপরা একটা ফুট্‌ফুটে মেয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে কি যেন বলছে। মেয়েটিকে তাঁর চেনা চেনা মনে হলো।]

বিশুঃ তুমি কি বলছো মা-মণি?

মেয়েটিঃ তুমি খুব সুন্দর পিয়ানো বাজাও তো!

বিশুঃ (হাসতে হাসতে) সত্যি বলছো?

মেয়েটিঃ একদম সত্যি! আমাকে শেখাবে?.... প্লী-ঈ-ঈ-জ!!

বিশুঃ এই দ্যাখো, এতক্ষণ তোমার নামটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। কি নাম যেন তোমার?

মেয়েটিঃ আমার নাম ঝিনুক।

বিশুঃ বাহ্ , কি সুন্দর নাম তোমার! তুমি খুব সুন্দর ক'রে কথাও বলতে পারো। (সামান্য ভেবে নিয়ে) আর ঝিনুক, সবচাইতে ভালো পারো তুমি ছড়া আবৃত্তি করতে।

ঝিনুকঃ তুমি আমাকে কোথায় আবৃত্তি করতে দেখেছো?

বিশুঃ একটা বাংলাদেশী মেলাতে।

ঝিনুকঃ কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখিনি তো!?

বিশুঃ আমাকে তুমি দেখবে কি ক'রে? আমি তো সেই মেলাতে কিছুই করিনি। শুধু একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি, আর চট্‌পটি খেয়েছি।

ঝিনুকঃ আচ্ছা, তুমি সেদিন মেলাতে পিয়ানো বাজাওনি কেন বলোতো?

বিশুঃ ওখানে আমাকে কেউ চিন্‌তো না তো, তাই। আসলে সিডনীতে কেউই আমাকে চেনে না। আর তা ছাড়া পিয়ানো খুব ভারী জিনিস। ওটাকে বয়ে মঞ্চে নিয়ে যাওয়াটাও তো বিরাট এক সমস্যা। সবচেয়ে বড়ো কথা হলোঃ আমি মানুষের সামনে পিয়ানো বাজাতে চাই না।

ঝিনুকঃ কেন, বলোতো?

বিশুঃ কারণ আমি তেমন ভালো বাজাতে পারি না।

ঝিনুকঃ না, তুমি খু-উ-ব ভালো বাজাও। কার কাছে পিয়ানো শিখেছো? আমাকে শেখাবে?

বিশুঃ আমি কারো কাছে শিখিনি। নিজে নিজে আইডিয়া ক'রেই বাজাই। তাই তোমাকে শেখাতে পারবো না।

ঝিনুকঃ (দু'পাশে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে) না-আ-আ, তুমি মিছেকথা বলছো, মিছেকথা বলছো!

[বিশু লক্ষ্য করলেন যে, ঝিনুক শিগ্রী কাঁদতে শুরু করবে। এখন-ই তার মান ভাংগানো দরকার। তবে এক অনির্বচনীয় খুশীতে তাঁর মনটা ভরে উঠলো। মনের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা পুরোপুরিভাবে দূর হোয়ে গেল। ভাবতে থাকলেন বিশু, "নাহ্ , 'স্ব-ংস্কৃতি' এখনো আমাদের ঘাড়ে চেপে বসতে পারেনি, কেবল দোরগোড়ে উঁকি দিয়েছে মাত্র। আর এই ছোট্টোমণিদের দিয়েই সেই অশুভ স্ব-ংস্কৃতিকে ঝাঁটাপেটা করা সম্ভব।" এ-ব্যাপারে বিশুর মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না।]

(পোড়-খাওয়া জীবনের ব্যংগচিত্র)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ৮ জানুয়ারী, ২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন